পটল (Pointed Gourd)

জলবায়ু ও মাটিঃ
পটল গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু দরকার। এর জন্য প্রখর রোদ দরকার, বেশি বৃষ্টি হলে পরাগায়নের হার কমে যায় ও ফলন হ্রাস পায়। এ দেশে খরিপ মৌসুমে পটল চাষ করা হয়। পানি জমে না এমন উঁচু বেলে-দোআঁশ মাটিতে পটল ভাল হয়।

জাত পরিচিতিঃ
আধুনিক উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বারি পটল-১, বারি পটল-২ অন্যতম। বারি পটল-১ জাতটি তাড়াতাড়ি ফলন দেয় এবং রোগবালাই সহিষ্ণু । এর হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৮ টন। বারি পটল-২ জাতটি থেকে অনেকদিন ফসল সংগ্রহ করা যায়। এছাড়াও আছে সারা দেশে চাষ উপযোগী বারি হাইব্রিড পটল ১ নামে উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত। হেক্টর প্রতি যার ফলন ১০-৪০ টন।

রোপণ সময়ঃ
বাংলাদেশে দুই সময়ে পটল লাগানো হয়। সবচেয়ে ভালো সময় হলো বর্ষার শেষে অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক) মাস। এ সময় পটল লাগালে শীতের আগেই গাছের কিছু টা বাড়বাড়তি হয় ও ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আগাম পটল পাওয়া যায়। এ সময় বাজারে পটোলের দাম ভাল পাওয়ায় লাভ বেশি হয়। এসব গাছে অনেক দিন ধরে পটল তোলা যায়। এজন্য মোট ফলনও বাড়ে। এরও আগাম ফলন পেতে হলে পলিব্যাগে চারা তৈরী করে শ্রাবন-ভাদ্র মাসে মূল জমিতে লাগালে পৌষ মাসেই ফল ধরা শুরু করে। এসব গাছে রোগ-পোকার আক্রমণ ও কম হয়। শীতের শেষে ফেব্রুয়ারি-মার্চ (ফাল্গুন-চৈত্র) মাসে পটল লাগালে সেসব গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে ও খুব কম সময়ের মধ্যেই গাছে ফল ধরে। এসব গাছের জীবনকাল হয় কম, তাই ফলন হয় কম।

লক্ষণীয় বিষয়ঃ

পটোলের পুরুষ ও স্ত্রী গাছ ভিন্ন হয়। ১০ ভাগ পুরুষ গাছ জমিতে সুষম দূরত্বে থাকলে অধিক পরাগায়ন হয়। পরাগায়ন না হলে ফুল শুকিয়ে ঝরে যায়।পুরুষ ফুল স্ত্রী ফুলের ১৫ থেকে ২৯ দিন পর জন্মায়। তাই **পুরুষ গাছ স্ত্রী গাছের ১৫ থেকে ২০ আগে লাগানো উচিত**। এতে ফলন প্রভাবিত হয়।

জমি তৈরী এবং চারা রোপণঃ
জমিতে 'জো' এলে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। বেড পদ্ধতিতে পটল চাষ করলে ফলন ভাল হয় এবং বর্ষাকালে ক্ষেত নষ্ট হয়না। সাধারণত একা একটি বেড ১.২৫ মিটার বা আড়াই হাত চওড়া হয়। বেডের মাঝামাঝী এক মিটার বা দু'হাত পর পর মাদায় চারা রোপণ করতে হয়। এক বেড থেকে আর এক বেডের মাঝে ৭৫ সেমি (প্রায় দেড় হাত) নালা রাখতে হবে। সুষ্ঠু পরাগায়ণের জন্য জমিতে অবশ্যই মোট গাছের ১০ ভাগ পুরুষ গাছ জমির সব অংশে সমানভাবে ছড়ানো থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রতি ৯ টি স্ত্রী গাছের জন্য একটি পুরুষ গাছ প্রয়োজন।

মাদা বা পিট তৈরীঃ

মাদা বা পিটের আয়তন ৫০ সে.মি × ৫০ সে.মি (এক হাত করে) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীর হতে হবে। মাদার মাটি খুড়ে এক পার্শ্বে রেখে তাতে নির্ধারিত মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার ভালভাবে মিশিয়ে আবার সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে মাদা পূরণ করতে হবে এবং ২-৩ দিন পর তাতে চারা রোপণ করতে হবে।

সার প্রয়োগঃ
পটল চাষে মাদাপ্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ হলোঃ

সারের নাম	চারা রোপণের সময় মাদায়	রোপণের ২০ দিন পর (১ম কিস্তি)	রোপণের ৬০ দিন পর (২য় কিস্তি)	রোপণের ৯০ দিন পর (৩য় কিস্তি)
গোবর সার	৩-৪ কেজি	-	-	-
ইউরিয়া	-	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম
টিএসপি	৫০-৬০ গ্রাম	-	-	-
এমওপি	-	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম

পটল দীর্ঘমেয়াদি ফসল। এজন্য জুন মাস থেকে ফসল সংগ্রহের পর পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার হেক্টর প্রতি ১৮ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি, ১৪ কেজি এমওপি সার বেডের মাটিতে ছিটিয়ে মিশিয়ে সেচ দিলে ভালো হয়। এতে ফলন বাড়ে।

চারা উৎপাদনঃ
বীজ, শাখা-কলম এবং কন্দমূল (শিকড়) সব পদ্ধতিতেই পটলের বংশ বিস্তার করা যায়। তবে বাণিজ্যিক চাষের জন্য কান্ডের শাখা-কলম ও কন্দমূল ব্যবহার করা ভাল এবং লাভজনক। বীজ তলায় কিংবা সরাসরি জমিতে শাখা-কলম বা কন্দমূল লাগিয়ে চারা উৎপাদন করা যায়। সাধারণত পটল চাষীগণ পুরো কন্দমূল মাদায় রোপণ করেন। কন্দমূল ২-৩ টি চোখসহ কেটে মাদায় লাগালে কম কন্দমূল দিয়ে বেশি জমিতে পটল চাষ করা যায়।

রিং পদ্ধতিতে উন্নত শাখা কলম উৎপাদনঃ
ভালো এক বৎসর বয়সী গাছের যে কোন শাখার মাঝামাঝী অংশ থেকে এক মিটার বা দু'হাত লম্বা শাখা দিয়ে রিং বা চুড়ি আকার তৈরী করে পিট বা মাদায় লাগাতে হবে। পটলের শাখা কলম ৫০ পিপিএম ইনডোল বিউটারিক এসিড IBA দ্রবণে ৫ মিনিট ডুবে রেখে মাদায় বা পিটো লাগালে তাড়াতাড়ি এবং বেশি সংখ্যক মূল গজায়।

সেচ ও পানি নিকাশঃ
বৃষ্টি হলে সেচ দেয়ার দরকার নাই, নিকাশের ব্যবস্থা ভালো থাকলে জমে থাকা পানি বেরিয়ে যাবে। শুল্ক মৌসুমে মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে মাদায় বা নালায় সেচ দিতে হবে।

আন্তঃ পরিচর্যাঃ

১। আগাছা পরিষ্কারঃ
প্রতিবার ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময় মাদা ও বেডের আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

২। বাউনিঃ
পটল লতানো গাছ বিধায় এর জন্য বাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। বেড বরাবর ১ মিটার উঁচু করে মাচা বা জংলা করে দিতে হবে। মাচা ধরা পটোলের রঙ্গ ভালো হয়, সবদিক সবুজ থাকে। ভূঁইয়ে লতিয়ে দেয়া পটোলের যেদিক মাটির সংস্পর্শে থাকে সে পাশ সাদাটে বা ফ্যাকাশে হয়। বাজারে তার কদর কম থাকে। এছাড়া মাচায় চাষ করা পটোলের ফলন ও বেশি হয়।

৩। পরাগায়নঃ
স্ত্রী ফুল ফুটলেও অনেক সময় ফল ধরে না। পরাগায়নের অভাবে এমন হয়। খেতে সঠিক অনুপাতে পুরুষ ও স্ত্রী গাছ না থাকলে পরাগায়ন বিঘ্নিত হয়। সেক্ষেত্রে হাত দিয়ে প্রতিদিন ফুল ফোঁটার পর পুরুষ ফুল ছিড়ে স্ত্রী ফুলের সাথে পরাগায়ন ঘটিয়ে দিতে হবে। একটা পুরুষ ফুল ছিড়ে ৮ থেকে ১০ টা স্ত্রী ফুলে ছোয়ানো বা পরাগায়ন ঘটানো যায়। এছাড়া পুরুষ ফুলের হলুদ গুঁড়োর মতো পরাগরেণু একটা বাটিতে পানি রেখে তার মধ্যে ঝাঁকি দিয়ে ঝেড়ে সেই পরাগরেণু মিশ্রিত পানি ড্রপার দিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে ফেলা যেতে পারে। এভাবেও পরাগায়ন ঘটে। হাত দিয়ে সকাল ৬ টা থেকে ৭ টার মধ্যে এ কাজ করতে হবে। কেননা, এ সময় পটোলের ফুল পরাগায়নের জন্য উপযোগী থাকে।

৪। কুশি ছাঁটাইঃ
পটোলের গাছ মাচায় ওঠার পূর্ব পর্যন্ত গোড়ার কান্ড থেকে গজানো পার্শ্বশাখাগুলো ছেঁটে বা ভেঙ্গে দিতে হবে। প্রতিবার পটল তোলার পর জমি থেকে রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত, মরা ও দুর্বল ছেঁটে সরিয়ে দিতে হবে। এতে নতুন শাখা বেশি বের হবে ও ফল বেশি ধরবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলনঃ
কচি অবস্থায় সকাল অথবা বিকালে পটল সংগ্রহ করা উচিত। সাধারণত জাতভেদে ফুল ফোঁটার ১০-১৫ দিনের মধ্যে পটল সংগ্রহের উপযোগী হয়। সপ্তাহে কমপক্ষে একবার ফল সংগ্রহ করা উচিত। জাতভেদে হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-৪০ টন।

রেটন (মুড়ি) ফসলঃ
যে সমস্ত ফসল একবার সংগ্রহের পর একই গাছ হতে পরবর্তী বছর পরিচর্যার মাধ্যমে ফলন পাওয়া যায়, সে সমস্ত ফসল কে মুড়ি ফসল বলে। পটল গাছ একাধিক বছর বেঁচে থাকে। সুতরাং একবার লাগানোর পর ২-৩ বছর যাবৎ ফসল সংগ্রহ করা যায়। পটল গাছে প্রথম বছর ফলন কম হয়, দ্বিতীয় বছর ফলন বাড়ে কিন্তু তৃতীয় বছর থেকে আবার ফলন কমতে থাকে। তাই তিন/চার বছর বেশি সময় ধরে ফলন নেওয়া উচিত নয়।

প্রথম বছর ফসল সংগ্রহের পর নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মাটির উপরিভাগ বরাবর গাছ কেটে দিতে হবে। জানুয়ারি শেষ সপ্তাহে সেচ প্রয়োগের পর ‘জো’ অবস্থায় গাছের গোড়ায় মাটি কুপিয়ে অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে রেটুন ফসলে আগাম ফলন পাওয়া যায়।